শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ

মুজিব ১০০

৩৮ তম

বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২৩

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

কাশিনাথপুর, পাবনা।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
চেয়ারম্যানের বাণী	০১
এক নজরে পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২	০২
সভাপতির প্রতিবেদন	০৩
কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন	০৪
ব্যালান্স সীট	০৫
জেনারেল ম্যানেজারের প্রতিবেদন	০৬
বিদ্যুতের সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী ব্যবহারে করণীয়	০৭
বিদ্যুৎ বিল গ্রহণকারী ব্যাংক শাখাসমূহ	০৮
গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি	০৯
পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ	১০
গ্রাহকের জ্ঞাতব্য বিষয়	১১
সমিতি বোর্ড পরিচিতি	১২
সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি	১৩
আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম	১৪-১৬
বিদ্যুৎ আইন	১৭

চেয়ারম্যান এর বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাবিজয়ের মহানায়ক স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন, "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবেনা" (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক ১১ জুলাই, ১৯৭৫)। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ডিসেম্বর'২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ, মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৯ কি.মি., মোট নির্মিত উপকেন্দ্রের সংখ্যা ১,৩০৩ টি, যার মোট ক্ষমতা প্রায় ১৭,৫৫৫ এমভিএ, সিস্টেম লস ৭.০৮% (প্রভিশনাল), ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের নভেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৩২১৯.৫২ কোটি টাকা এবং পবিসসমূহের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল গত ০৬/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে ৯,৮০১ মেগাওয়াট। জাতীয় চাহিদার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বিদ্যুৎ বাপবিবো এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

"শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছানোর কারণে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

আমি অবহিত হয়েছি যে, পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বিগত ০৬/০১/১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর'২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ৫৪৪১.৭৫৭ কি.মি. লাইন নির্মাণ করে মোট ৪,০৮,১৪৫ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয় মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিস্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/ অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য বাপবিবো/পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারাদেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে ভিশন-২০৪১ ঘোষণা দিয়েছেন। যেখানে থাকবে শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি, পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি এবং স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এসকল মাইলস্টোন বাস্তবায়নে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন, মানসম্মত বিদ্যুৎ এবং উন্নত গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক স্মার্ট নাগরিক হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা

অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

এক নজরে তথ্যাবলী (ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত)

০১।	প্রতিষ্ঠাকাল	ঃ	০৯-০৫-১৯৮০ খ্রিঃ
০২।	আনুষ্ঠানিক বিদ্যুতায়নের তারিখ	ঃ	০৬-০১-১৯৮৩ খ্রিঃ
০৩।	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা	ঃ	১০টি, বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর উপজেলা সম্পূর্ণ এবং শাহজাদপুর, পাবনা সদর, আটঘরিয়া, কুমারখালী, গোয়ালন্দ, দৌলতপুর ও শিবালয় উপজেলার আংশিক।
০৪।	অন্তর্ভূক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম	ঃ	ইউনিয়ন ঃ ৪৯টি, গ্রাম ঃ ৮৮৫টি
০৫।	শতভাগ বিদ্যুতায়িত উপজেলা	ঃ	১০টি (বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর উপজেলা সম্পূর্ণ এবং শাহজাদপুর, পাবনা সদর, আটঘরিয়া, কুমারখালী, গোয়ালন্দ, দৌলতপুর ও শিবালয় উপজেলার আংশিক শতভাগ বিদ্যুতায়িত)।
০৬।	এলাকা পরিচালক সংখ্যা	ঃ	১২ জন
০৭।	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	ঃ	১২২২ বর্গ কিঃমিঃ
০৮।	পৌরসভা সংখ্যা	ঃ	০৩ টি (বেড়া, সুজানগর, সাঁথিয়া)
০৯।	অফিসের বিবরণ		
	ক. জোনাল অফিস	ঃ	০৩ টি (বেড়া, আতাইকুলা, সুজানগর)
	খ. সাব-জোনাল অফিস	ঃ	০৩ টি (সাঁথিয়া, বাঁধেরহাট, শ্রীপুর)
	গ. অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ	১৩টি
১০।	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	ঃ	৫০৭ জন
	ক. কর্মকর্তা	ঃ	১৭ জন
	খ. কর্মচারী	ঃ	৪৯০ জন
১১।	নির্মিত লাইন (কিলোমিটার)	ঃ	৫৪৪১.৭৫৭ কিঃ মিঃ
১২।	সাব-ষ্টেশন (সংখ্যা ও ক্ষমতা)	ঃ	১২ টি (১৯৫ এমভিএ)
১৩।	পিক লোড	ঃ	৫২ মেঃওঃ
১৪।	মোট গ্রাহক সংখ্যা (ক্যাটাগরি অনুযায়ী)	ঃ	৪,০৮,১৪৫ জন
	ক. আবাসিক	ঃ	৩,৭০,২১৩ জন
	খ. বাণিজ্যিক	ঃ	২৪,৯৩৬ জন
	গ. শিল্প	ঃ	৩,২০০ জন
	ঘ. সেচ	ঃ	২৯৮৯ জন (DTW- ৩১৪, STW-২৬৬২, LLP-১৩)
	ঙ. দাতব্য প্রতিষ্ঠান	ঃ	৩৯৪৫ জন
	চ. অন্যান্য	ঃ	২৮৬২ জন
১৫।	সিষ্টেম লসঃ টার্গেট/অর্জন	ঃ	১১.০০% / ৯.৯০ % (চলতি মাস ৮.১০%)
১৬।	বিল আদায়ের হার	ঃ	চলতি মাস ১১১.৪৮ % (অর্থবছর ৯৮.৩৩%)
১৭।	বকেয়া মাসঃ টার্গেট/অর্জন	ঃ	১.০৫ / ০.৮২ মাস

সভাপতির প্রতিবেদন

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮তম বার্ষিক সদস্য সভার উপস্থিত সন্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতির পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, সুযোগ্য জেনারেল ম্যানেজার, স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সমিতি ও পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সহিত জড়িত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, আমন্ত্রিত সাংবাদিক ও অতিথিবৃন্দ আজকের এই সুবর্ণ দিনে সকলে আমার সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিবাদন গ্রহণ করুন।

কৃষি ভিত্তিক এই দেশের মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ বাস করে নিবিড় পল্লীতে। এই পল্লীই হচ্ছে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রাণ কেন্দ্র। কারণ গ্রামীণ উন্নতিই জাতীয় সমৃদ্ধির ভিত। আর বিদ্যুৎ হচ্ছে সেই উন্নয়ন তথা প্রগতির চালিকাশক্তি। তাই গ্রাম বাংলার অবহেলিত জনসাধারনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৮৩ সালের ৬ই জানুয়ারী আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে অত্র সমিতির অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

ডিসেম্বর-২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত সমিতি কর্তৃক নির্মিত ৫৪৪১.৭৫৭ কিঃ মিঃ বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৪,০৮,১৪৫ জনকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

পবিস-এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুতায়নের ফলে কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। গ্রামীন ছোট ছোট হাট-বাজারের আয়তন ও কর্মঘন্টা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুতায়নের ফলে বেশ কিছু অপ্রচলিত পণ্য আজ শিল্পের দরকারি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং গ্রামে গ্রামে আরও অধিক সংখ্যক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদনশীল খাতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের মাধ্যমে আপনাদেরকে পবিসের উন্নয়নের ধারাকে অগ্রগামী করার জন্য অনুরোধ করছি। আজ আমরা সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও গভীর দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, মিটার টেম্পারিং, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহা, বৈদ্যুতিক লাইনে স্থাপিত তার ও ট্রান্সফর্মার চুরি পবিসের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করছে। গ্রাহক মাত্রই পবিসের মালিক, রক্ষক, সেবক এই কথাটি মনে প্রাণে উপলব্ধি করে সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিহার, বিদ্যুৎ লাইনে স্থাপিত সরঞ্জামাদি চুরি রোধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলে পবিসের ব্যবস্থাপনাকে সক্রিয় সহযোগিতা করেন, তবেই এই পবিসের অগ্রগতির ধারা অক্ষুন্ন থাকবে এবং একটি সফল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে। পরিশেষে সমিতির সকল সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সভাকে অত্যন্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করায় সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবারকবাদ জানাই। অত্র সমিতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতি, লক্ষ্য ও গৌরব অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ একান্তভাবে কামনা করছি।

জয় বাংলা।

মোঃ আব্দুল ওয়াহাব
সভাপতি, সমিতি বোর্ড
পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮তম বার্ষিক সদস্য সভার সম্মানিত সভাপতি, পরিচালক মন্ডলী, উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আপনারা আমার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি এখন আপনাদের অবগতির জন্য ২০২২-২০২৩খ্রি. অর্থ বৎসরের আর্থিক বিবরণী পেশ করছি।

আয়-ব্যয় বিবরণী

(৩০শে জুন ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা
০১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	২৪৯,৮২,১২,১৩০
০২	অন্যান্য পরিচালন আয়	৯,৪৯,৯৫,৪১৪
০৩	মোট পরিচালন আয় (১+২)	২৫৯,৩২,০৭,৫৪৪
০৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	২০৭,৮২,৯৫,৬৮১
০৫	মোট লাভ/ মার্জিন (৩-৪)	৫১,৪৯,১১,৮৬৩
০৬	বিতরণ ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)	১৪,৪২,১৪,৫৯৪
০৭	বিদ্যুৎ বিক্রয় খাতে ব্যয়	১৪,৭৪,৪১,৯৮৭
০৮	প্রশাসনিক ও সাধারণ ব্যয়	১৩,৭৯,৯৮,৬৮৩
০৯	মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (৬ থেকে ৮ পর্যন্ত)	৪২,৯৬,৫৫,২৬৪
১০	অবচয় (ব্যবহার জনিত মূল্য হ্রাস)	৩৩,০৩,৭৫,৪৭৫
১১	কর বাবদ ব্যয়	১,১২,৮০,৪৫৫
১২	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	১৪,৭২,৫১,৬৪৪
১৩	মোট বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যয় (০৯ থেকে ১২ পর্যন্ত)	৯১,৮৫,৬২,৮৩৮
১৪	পরিচালন লোকসান (০৫-১৩)	(৪০,৩৬,৫০,৯৭৫)
১৫	অপরিচালন আয় (সুদ)	৫,৪৬,৬৪,০৯১
১৬	অপরিচালন আয় (অন্যান্য)	৭৮,৪১,৬২০
১৭	মোট অপরিচালন আয় (১৫+১৬)	৬,২৫,০৫,৭১১
১৮	নীট লোকসান (১৪+১৭)	(৩৪,১১,৪৫,২৬৪)

সম্পত্তি ও অন্যান্য ডেবিট			দায় ও অন্যান্য ক্রেডিট		
ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ	ক্রঃ নং	বিবরণ	টাকার পরিমাণ
	ব্যবহার উপযোগী চালু প্লান্ট			**ইকুইটি এবং মার্জিন**	
০১.	ব্যবহার উপযোগী চালু প্লান্ট	৭০২,৪৬,৩৭,৮০৬	০১.	মেম্বার শীপ ইস্যুকৃত	৬২,০৪,৮৬০
০২.	ক্রমপুঞ্জিত ও অবচয় সংরক্ষণ	২৪২,৭৫,০৩,৭৬৭	০২.	মেম্বার শীপ অ-ইস্যুকৃত	৯৬,১৫,০৪১
০৩.	নীট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (১-২)	৪৫৯,৭১,৩৪,০৩৯	০৩.	অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বছর)	(১৬১,৭৬,০৫,৫৭২)
০৪.	নির্মাণাধীন কাজ	২,৮৫,১৩,৩১৪	০৪.	অপারেটিং মার্জিন (চলতি বছর)	(৪০,৩৬,৫০,৯৭৫)
০৫.	নীট ব্যবহার উপযোগী প্লান্ট (৩+৪)	৪৬২,৫৬,৪৭,৩৫৩	০৫.	সরকারি ভতুর্কী	১,০৭,৫৩,১৯৭
	বিনিয়োগ		০৬.	নন-অপারেটিং মার্জিন (পূর্ববর্তী বছর)	৫৩,৩২,৫৪,৩১৫
০৬.	ডোনেশন রিজার্ভ ফান্ড	৬৮,৭৩৪	০৭.	নন-অপারেটিং মার্জিন (চলতি বছর)	৬,২৫,০৫,৭১১
০৭.	রিপ্লেসম্যান্ট রির্জাভ ফান্ড (অবচয়)	১০,৮১,৮৯,১২০	০৮.	দানকৃত মূলধন ও মূলধনী লাভ/ ক্ষতি	১৮,৪৬,৪১,৭৫৮
০৮.	রিভলভিং ফান্ডে অবদান	—	০৯.	মোট মার্জিন ইকুইটি (১ হইতে ৮)	(১২১,৪২,৮১,৬৬৫)
০৯.	বিশেষ তহবিল (অন্যান্য)	১০৬,১৭,৩৩,৯০০		**দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ**	
১০.	মোট বিনিয়োগ (৬ থেকে ৯)	১১৬,৯৯,৯১,৭৫৪	১০.	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ (নগদ)	১,০৩,০৩,০০০
	চলতি এবং প্রাপ্তব্য সম্পত্তি		১১.	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ (মালামাল)	৪৬৪,৬৮,৭৬,২৭১
১১.	ক্যাশ জেনারেল ও অন্যান্য ফান্ড	২৪,৫৫,০১,৯০৬	১২.	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ (সাময়িক)	২১,১০,৫১৩
১২.	ইমপ্রেস্ট ফান্ড	১,৯৫,০০০	১৩.	বাপবিবোর্ড হইতে গৃহীত ঋণ (অন্যান্য)	৯,০০,০০,০০০
১৩.	বিশেষ ফান্ড	৩০,২৫০	১৪.	মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১০ থেকে ১৩)	৪৭৪,৯২,৮৯,৭৮৪
১৪.	হিসাব খাতে প্রাপ্য বিদ্যুৎ বিল	১৮,৫১,০৫,৫৫৫		**অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ**	
১৫.	অনাদায়যোগ্য হিসাব সঞ্চিতি	(১০,১১,৪৭,৩৬৭)	১৫.	গ্রাহকদের জামানত	২৯,৯২,৯৪,৮৩৭
১৬.	অন্যান্য হিসাব খাতে প্রাপ্য	১০,৩৫,৩০,৯৩৮	১৬.	কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধাদী	৭৮,৮৮,৯১,৯৮৩
১৭.	মালামাল ও সরবরাহ বিদ্যুৎ	২২,১০,৮৫,৭৩৪	১৭.	মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (১৫ থেকে ১৬)	১০৮,৮১,৮৬,৮২০
১৮.	মালামাল ও সরবরাহ পণ্যদ্রব্য	৩,৭১১		**চলতি ও পরিশোধ যোগ্য ঋণ**	
১৯.	অগ্রিম পরিশোধ	৪৯,৫০,১৩০	১৮.	হিসাব খাতে প্রদেয়	২৭,৩৮,৯৪,১৫৩
২০.	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্তব্য সম্পত্তি	৪৮,৩৭,৯২০	১৯.	পরিপূর্ণ সুদ	-
২১.	মোট চলতি ও প্রাপ্তব্য সম্পত্তি (১১ হতে ২০)	৬৬,৪০,৯৩,৭৭৭	২০.	পরিপূর্ণ দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ	৮৩,৫২,৭৭,২২৯
	ডেফার্ড ডেবিট		২১.	অন্যান্য চলতি ও পরিশোধ যোগ্য ঋণ	৪,৩৪,৭৯,৫৮৩
২২.	সম্পত্তির অনাকাঙ্খিত ক্ষতি	২,৩৭,৯১,২৯৯	২২.	মোট চলতি ও পরিশোধ যোগ্য (১৮ হইতে ২১)	১১৫,২৬,৫০,৯৬৫
২৩.	প্রাথমিক জরিপ/তদন্ত চার্জ	—		**ডেফার্ড ক্রেডিট**	
২৪.	অ-শ্রেণীভুক্ত ব্যয়	১,৬৮,১৩৮	২৩.	সিকিউরিটি এ্যাডভান্স এণ্ড ডিপোজিট	২,৩১,১৪,৪০৫
২৫.	অন্যান্য ডেফার্ড ডেবিট	১,৩১,৫০,০০২	২৪.	অন্যান্য ডেফার্ড ক্রেডিট	৬৯,৭৮,৮২,০১৪
২৬.	মোট ডেফার্ড ডেবিট (২১ হতে ২৫)	৩,৭১,০৯,৪৩৯	২৫.	মোট ডেফার্ড ক্রেডিট (২৩ হতে ২৪)	৭২,০৯,৯৬,৪১৯
২৭.	মোট সম্পত্তি ও অন্যান্য পাওনা (৫+১০+২১+২৬)	৬৪৯,৬৮,৪২,৩২৩	২৬.	মোট দায় ও অন্যান্য দেনা(৯+১৪+১৭+২২+২৫)	৬৪৯,৬৮,৪২,৩২৩

পরিশেষে, সমিতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে এবং সার্বিক কর্মকান্ডে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের আশা রেখে শেষ করছি।

জয় বাংলা।

উম্মে মাহফুজা
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড,
পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

জেনারেল ম্যানেজার-এর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ৩৮তম বার্ষিক সদস্য সভার সম্মানিত সভাপতি, এলাকা পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ ও উপস্থিত সুধীমন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম। শীতের এই সকালে শত ব্যস্ততার মাঝে দূর-দুরান্ত থেকে কষ্ট করে আপনাদের উপস্থিতি আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে, তাই সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণ,

গ্রাম-বাংলার অবহেলিত জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে বিগত ১৯৮৩ সালের ৬ই জানুয়ারী পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু করে। সমিতির মহাপরিকল্পনা এবং সরকার ঘোষিত শতভাগ বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতায় পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর ভৌগলিক এলাকা বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর ও পাবনা সদর উপজেলা এবং শাহজাদপুর, পাবনা সদর, আটঘরিয়া, কুমারখালী, গোয়ালন্দ, দৌলতপুর ও শিবালয় উপজেলার আংশিক শতভাগ বিদ্যুতায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সারাদেশ শতভাগ বিদ্যুতায়ন শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, সমিতির ভৌগলিক এলাকায় (যমুনা নদীর চর এলাকায়) ৭০টি গ্রাম অফগ্রীড এলাকাভুক্ত ছিল। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অফগ্রীড এলাকায় একটি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র ও ৩৩ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ১৪২৪৩ জন গ্রাহককে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

উপস্থিত সুধীমন্ডলী,

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে না। জাতীয় উৎপাদন ও সঞ্চালন ব্যবস্থা থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ পেয়ে থাকে। আমাদের দেশে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে এবং বিদ্যুতের কোন ঘাটতি নাই। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা/ত্রুটি এবং বিদ্যুৎ লাইন ও উপকেন্দ্রের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মাঝে-মধ্যে লাইন বন্ধের প্রয়োজন হয় ফলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়। বিদ্যুৎ লাইনের দুই পাশের ১০ ফুটের মধ্যে গাছ-পালা থাকা নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বড় অন্তরায়। কাজেই লাইনের দুই পাশে গাছের ডাল-পালা কাটার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে উপস্থিত গ্রাহক সদস্য ও সুধীজনকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

গত বছরে পাবনা পবিস-২ এর বিদ্যুৎ এর চাহিদা ছিল ৯০ মেগাওয়াট। উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ছিল ১৭৫ এমভিএ। পাবনা সদর এর শ্রীপুরে ১০ এমভিএ এবং সাঁথিয়ায় ১০ এমভিএ এবং সুজানগরের নাজিরগঞ্জে ০১টি ১০ এমভিএ উপকেন্দ্র চালু হয়েছে। আশা করা যায় পাবনা পবিস-২ এর ভৌগলিক এলাকার জনসাধারনের চাহিদা মত বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদানে কোন ধরণের সমস্যা হবে না।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

ডিসেম্বর '২৩ মাস পর্যন্ত অত্র সমিতির সিষ্টেম লস ৯.৯০% ও বকেয়ার মাস ০.৮২ যা পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় কম। এটি সমিতির সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এবং আপনাদের সহযোগিতার উত্তম দৃষ্টান্ত। তদুপরি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, মাঝে মধ্যে সমিতির বিতরণ লাইন থেকে তার, ট্রান্সফরমার ও মিটার সহ অন্যান্য মালামাল চুরি হচ্ছে। এছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, পার্শ্ব সংযোগ প্রদান, বৈদ্যুতিক লাইন নির্মাণে বাঁধা প্রদান, বিদ্যুৎ লাইনের আশে পাশে গাছ কাটতে বাঁধা প্রদান, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে অনীহা সমিতির সার্বিক উন্নয়নের পথে বাঁধাস্বরূপ। আপনাদেরকে সবিনয়ে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ সহ সমিতির সার্বিক কাজে সহযোগিতা করার আহবান জানাচ্ছি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী,

আপনারা অবগত আছেন যে, সরকার তথা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড দূর্নীতিতে "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করেছেন এবং গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থান ও শিল্পায়নের জন্য ৮০ কি:ও: পর্যন্ত ট্রান্সফরমার, ২ পোল সঞ্চালন লাইন বিনা মূল্যে প্রদান করাসহ দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সারা বছরব্যাপী দ্রুত সেচ সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে। গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি ও গ্রাহক হয়রানী বন্ধের জন্য "উঠান বৈঠক" এবং "আলোর ফেরিওয়ালা" কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।

পরিশেষে আজকের এ মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে প্রতিবেদন শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

জয় বাংলা।

মোঃ মজিবুল হক
জেনারেল ম্যানেজার

বিদ্যুতের সর্বোচ্চ সাশ্রয়ী ব্যবহারে করণীয়

সম্মানিত গ্রাহক,

বিদ্যুৎ একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এই সম্পদের সুষ্ঠ ও পরিমিত ব্যবহারে ভূমিকা রাখা ও বিদ্যুৎ ব্যবহারে নিজে সাশ্রয়ী হয়ে অন্যান্য সকলকে বিদ্যুৎ প্রাপ্তিতে সুযোগ প্রদানের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

* দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
* ঘর হতে বের হওয়ার সময় বাতি/ফ্যানের সুইচ বন্ধ করুন।
* বিদ্যুৎ অপচয় রোধে বাতি/ফ্যান/এসি/বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি/মাইক্রোওভেন/ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি ব্যবহারে সচেতন হোন।
* "ওয়েট এন্ড ড্রাই" পদ্ধতিতে সেচ কাজ সম্পাদন করুন।
* সন্ধ্যা ০৬ ঘটিকা হতে রাত ১১ ঘটিকা পর্যন্ত সেচ পাম্প বন্ধ রাখুন।
* এসির তাপমাত্রা ২৫ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপরে রাখুন।
* বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সিএফএল বাল্ব ব্যবহার করুন।
* অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
* বিদ্যুৎ দেশের প্রাণ প্রবাহ, এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করুন।
* বিদ্যুৎ অপচয় রোধ করি, আলোকিত বাংলাদেশ গড়ি ।

গ্রাহক সদস্যবৃন্দের অধিকার সুরক্ষিত রেখে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গঠন করা হয়েছে। গ্রাহক সদস্যবৃন্দের মালিকানা থাকার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সম্পদ মানেই গ্রাহকবৃন্দের সম্পদ। তাই পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বৈদ্যুতিক স্থাপনা/সরঞ্জামাদি/সম্পদ রক্ষা করা সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দের নৈতিক দায়িত্ব।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারে কতিপয় সতর্কবাণী

* বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনও হাত দিবেন না। এতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের উপর কৌতুহল বশতঃ কখনও কাঁচা পাট গাছ, আখ অথবা তৎজাতীয় কোন কিছু ছুঁড়ে মারবেন না। কারণ এতে যে কোন ধরনের বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনায় আপনার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।
* ভিজা হাতে অথবা খালি পায়ে কখনও সুইচে হাত দিবেন না। সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না।
* কোন ব্যক্তি বা অন্য জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকনো কাঠ অথবা শুকনো বাঁশ দিয়ে উদ্ধার করবেন।
* আপনার সংযোগ হতে কোন প্রকার পার্শ্ব সংযোগ দ্বারা অন্যকে বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাহায্য করার চেষ্টা করবেন না।
* বেশী রাতে বিদ্যুৎ চলে গেলে সাথে সাথে সমিতিকে অবহিত করবেন এবং নিকটস্থ ট্রান্সফরমারের দিকে নজর দিন। এতে তার ও ট্রান্সফরমার চুরি এড়ানো সম্ভব হবে।
* কোন গাছ/বাঁশ কেটে বৈদ্যুতিক তারের উপর ফেলবেন না।
* বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে বা সংস্পর্শে কোন স্থাপনা নির্মাণ থেকে বিরত থাকুন।
* বৈদ্যুতিক লাইনের ছেঁড়া তারে হাত না দিয়ে অথবা পানিতে তার ছিঁড়ে পড়লে পানি স্পর্শ না করে তা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে অবহিত করবেন এবং অফিসের লোক না আসা পর্যন্ত পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা নিন।
* বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টানা তারে হাত দিবেন না এবং গরু-ছাগল বাঁধবেন না।

বিদ্যুৎ বিল গ্রহণকারী ব্যাংক শাখা সমূহ

সদর দপ্তর ঃ

০১। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, দূর্গাপুর শাখা
০২। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, আমিনপুর শাখা
০৩। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চিনাখড়া শাখা
০৪। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নগরবাড়ী শাখা
০৫। যমুনা ব্যাংক লিঃ, কাশিনাথপুর শাখা
০৬। রূপালী ব্যাংক লিঃ,নগরবাড়ী শাখা
০৭। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, কাশিনাথপুর শাখা
০৮। জনতা ব্যাংক লিঃ, কাশিনাথপুর শাখা
০৯। জনতা ব্যাংক লিঃ, দুলাই শাখা
১০। আই.এফ.আই.সি ব্যাংক লিঃ. কাশিনাথপুর শাখা
১১। ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, কাশিনাথপুর শাখা
১২। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ. কাশিনাথপুর শাখা
১৩। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ, কাশিনাথপুর শাখা
১৪। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংকিং) ভারেঙ্গা বাজার শাখা
১৫। বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক লি., কাশিনাথপুর শাখা

বেড়া জোনাল অফিস ঃ

০১। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বেড়া শাখা
০২। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সিলন্দা শাখা
০৩। রূপালী ব্যাংক লিঃ, বেড়া শাখা
০৪। রূপালী ব্যাংক লিঃ নাকালিয়া শাখা
০৫। জনতা ব্যাংক লিঃ, বেড়া শাখা
০৬। ওয়ান ব্যাংক লিঃ, বাঘাবাড়ী শাখা
০৭। দ্যা প্রিমিয়াম ব্যাংক লিঃ বাঘাবাড়ীঘাট শাখা
০৮। ওয়ান ব্যাংক লিঃ, (এজেন্ট ব্যাংকিং), সিএন্ডবি বেড়া
০৯। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক, বেড়া
১০। যমুনা ব্যাংক লি. বেড়া

আতাইকুলা জোনাল অফিস ঃ

০১। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ক্ষেতুপাড়া শাখা
০২। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ধূলাউড়ী শাখা
০৩। রূপালী ব্যাংক লিঃ, বনগ্রাম শাখা
০৪। রূপালী ব্যাংক লিঃ, ক্যাডেট কলেজ শাখা
০৫। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আতাইকুলা শাখা
০৬। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, পুস্পপাড়া শাখা
০৭। জনতা ব্যাংক লিঃ, বনগ্রাম শাখা
০৮। জনতা ব্যাংক লিঃ, আতাইকুলা শাখা
০৯। আই.এফ.আই.সি ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা
১০। প্রাইম ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা
১১। রূপালী ব্যাংক লিঃ, আতাইকুলা শাখা
১২। এ.বি ব্যাংক লিঃ, পাবনা শাখা
১৩। সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিঃ. পাবনা শাখা
১৪। ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ, আতাইকুলা শাখা
১৫। ইসলামী ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংকিং), পাবনা

সুজানগর জোনাল অফিস ঃ

০১। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, দুবলিয়া শাখা
০২। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সুজানগর শাখা
০৩। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সুজানগর শাখা
০৪। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সাতবাড়ীয়া শাখা
০৫। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বনকোলা শাখা
০৬। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ. সুজানগর শাখা
০৭। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ. (এজেন্ট ব্যাংকি), পোড়াডাঙ্গা শাখা
০৮। বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিঃ. সুজানগর শাখা
০৯। অগ্রণী ব্যাংক, সাতবাড়িয়া (দুয়ার ব্যাংকিং)

সাঁথিয়া সাব জোনাল অফিস ঃ

০১। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সাঁথিয়া শাখা
০২। রূপালী ব্যাংক লিঃ, সাঁথিয়া শাখা
০৩। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ. সাঁথিয়া শাখা
০৪। সিটি ব্যাংক লিঃ, (এজেন্ট ব্যাংকিং), পাবনা শাখা

বাঁধেরহাট সাব-জোনাল অফিস ঃ

০১। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, শ্যামগঞ্জ শাখা
০২। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, নাজিরগঞ্জ শাখা
০৩। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ত্রিমোহনী শাখা
০৪। জনতা ব্যাংক লিঃ, মাশুমদিয়া শাখা
০৫। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ত্রিমোহনী দুয়ার ব্যাংকিং
০৬। ব্যাংক এশিয়া এজেন্ট ব্যাংকিং, ঢালারচর শাখা
০৭। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, শ্যামগঞ্জ, দুয়ার ব্যাংকিং
০৮। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সাতবাড়ীয়া, দুয়ার ব্যাংকিং
০৯। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, খলিলপুর শাখা

শ্রীপুর সাব-জোনাল অফিস ঃ

০১। এ.বি ব্যাংক লিঃ, দোগাছি (এজেন্ট ব্যাংকিং)
০২। রূপালী ব্যাংক লিঃ, দোগাছি শাখা

অন্যান্য বিল গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ঃ

১। টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর সহায়তায় ২১২টি টেলিটক রিটেইলার পয়েন্ট হতে SMS এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করা হয়।

২। বিকাশ এবং রকেটের Personal Account এর মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা যায়।

বিকাশে বিল পরিশোধের নিয়মাবলী :

- Dail *247#
- Select Option 5. Pay Bill
- Select Option 1. Electricity Bill
- Select Option 1. Palli Bidyut
- Select Option 2. Pay Bill
- Select Option 1. Input SMS Account Number
- Input Bill Month & Year
  Ex : MMYYYY
- Input Bill Amount
  Input Bkash Accont Pin Number

গ্রাফ চিত্রে সমিতির অগ্রগতি

গ্রাফ চিত্রে বিলকৃত অর্থের পরিমাণ ও আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

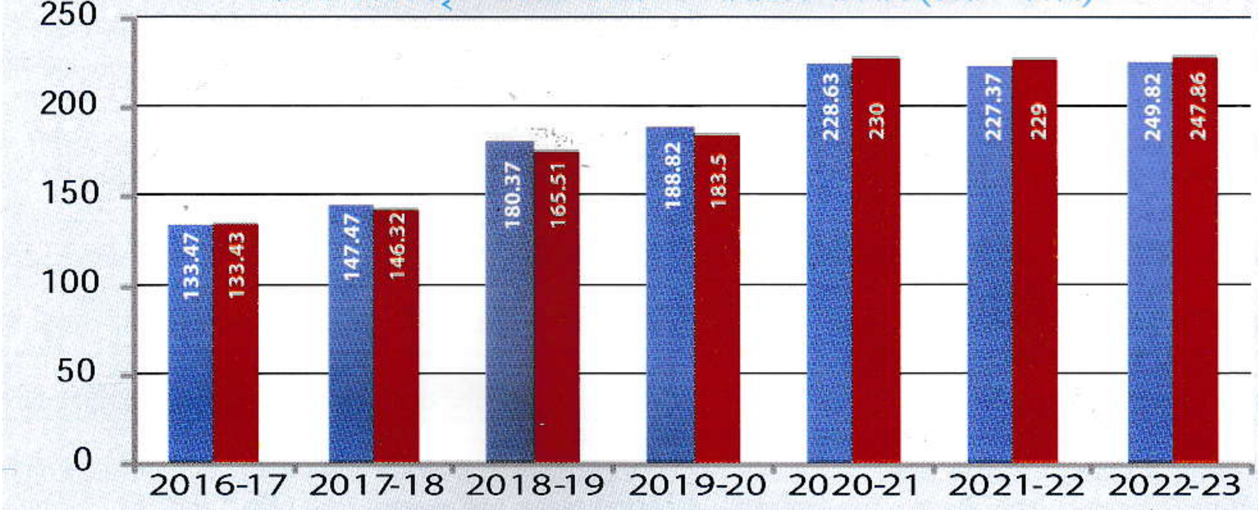

গ্রাফ চিত্রে গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা

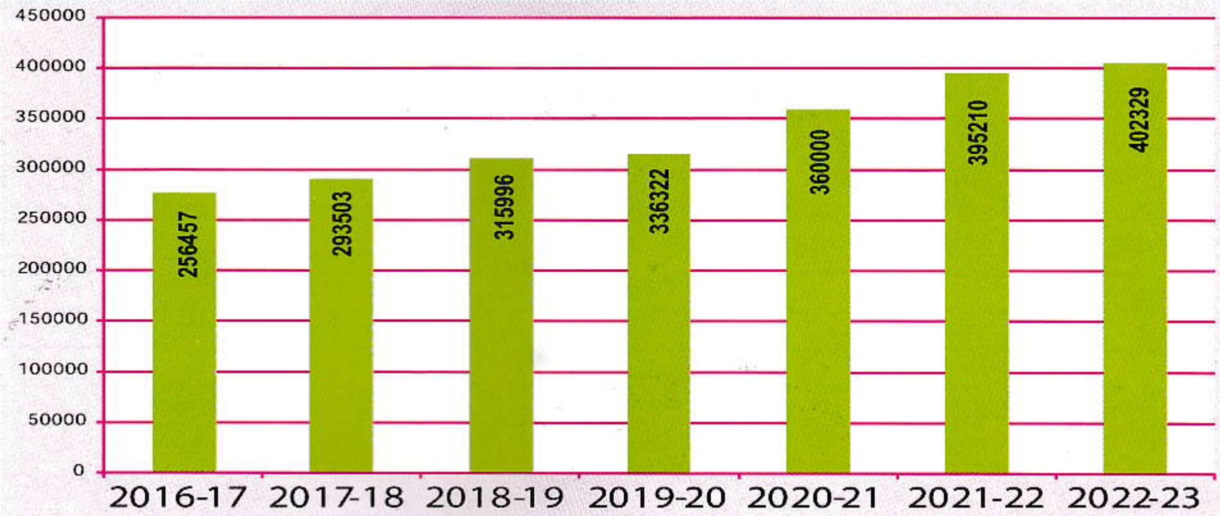

সিষ্টেম লস (%)

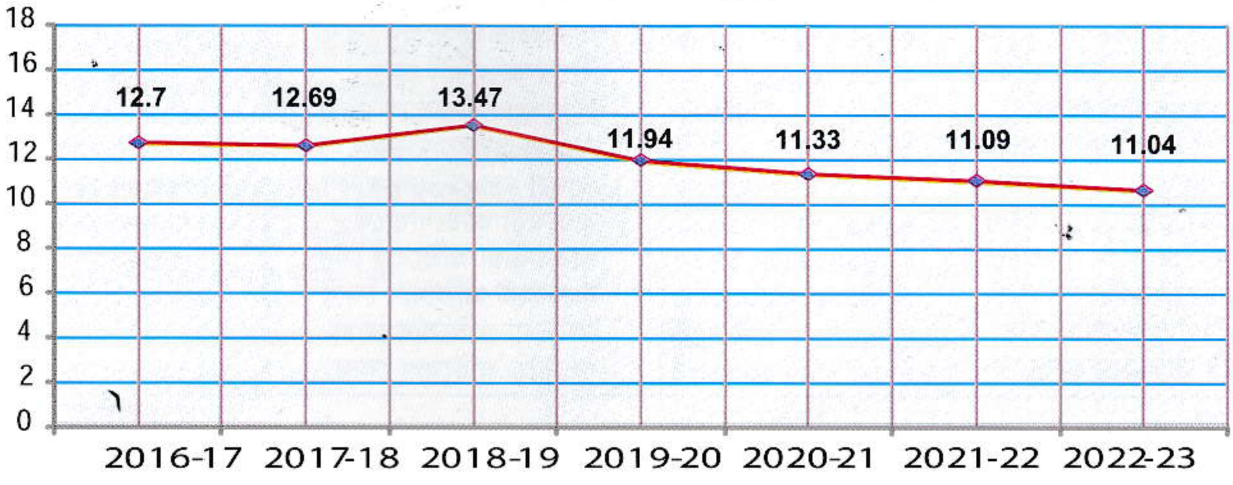

পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ

ক) অনুমোদিত লোড ২০ কি:ও: এর উর্ধ্বের সকল তিন ফেজ এলটি -এ (আবাসিক), এলটি-বি (সেচ/কৃষিকাজে ব্যবহৃত পাম্প), এলটি-সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প), এলটি-ডি ১ (শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল) এবং এলটি-ই (বাণিজ্যিক ও অফিস) গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

খ) তিন ফেজ সকল এলটি-সি ২ (নির্মাণ), এবং এলটি-ডি ২ (রাস্তার বাতি, পানির পাম্প ও ব্যাটারী চার্জিং ষ্টেশন) এর শুধুমাত্র পানির পাম্প গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

গ) সকল এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি গ্রাহককে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর অবশ্যই ০.৯৫ থেকে ১.০০ এর মধ্যে রাখতে হবে।

ঘ) উপরে উল্লেখিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর (পিএফ) ০.৯৫ এর কম রেকর্ড হলে নিম্নোক্ত হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে ঃ

১) সরবরাহ পয়েন্টে মাসিক গড় পিএফ ০.৯৫ থেকে পি এফ ০.৭৫ পর্যন্ত প্রতি ০.০১ পিএফ কম এর জন্য গ্রাহকের বিলের এনার্জি চার্জের ওপর ০.৭৫ শতাংশ হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে।

২) পরপর ৩ তিন মাস পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৭৫ এর নীচে নেমে গেলে গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং চতুর্থ মাসেও বিদ্যুৎ সরবরাহের স্বার্থে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সরবরাহ ১৫ (পনের) দিনের নোটিশ প্রদান পূর্বক বিচ্ছিন্ন করা হবে।

৩) উপরে উল্লেখিত কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া গ্রাহককে যথাযথ শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপন এবং প্রযোজ্য পূনঃ সংযোগ চার্জ প্রদান সাপেক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ পূনর্বহাল করা যাবে।

৪) এলটি-সি ১ (ক্ষুদ্র শিল্প) গ্রাহকের পাওয়ার ফ্যাক্টর সারচার্জ বিল মাস এপ্রিল ২০১৮ থেকে কার্যকর হয়েছে।

"বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি"

বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, বন্যাসহ প্রাকৃতিক দূর্যোগে লাইন বা খুঁটি ঝুকি পূর্ণ হলে অভিযোগ/সমস্যা নিকটবর্তী অভিযোগ কেন্দ্রে জানানোর পাশাপাশি দ্রুত সমাধান পাওয়ার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত "বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটির" মোবাইল নম্বরে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইল। "বিদ্যুৎ বিভ্রাট পর্যবেক্ষণ কমিটি" আপনার বিদ্যুৎ বিভ্রাট সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথে তাহা নিরসনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ক্রঃ নং	নাম	পদবী	কমিটির সদস্যবৃন্দ	মোবাইল নম্বর
০১	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	এজিএম (সদস্য সেবা)	আহ্বায়ক	০১৭৬৯-৪০০৭১৯
০২	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম	পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর	সদস্য সচিব	০১৭৬৯-৪০৪০৩৮
০৩	জনাব মোঃ আব্দুল মতিন	হিসাব রক্ষক	সদস্য	০১৭০৪-১০৬৪৫০
০৪	জনাব এস এম মোঃ জাহিদুল হাসান	এনফোর্সমেন্ট কো-অর্ডিনেটর	সদস্য	০১৭০৪-১০৬৪৪৯
০৫	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান	জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইএন্ডসি)	সদস্য	০১৭০৪-১০৬৪৫১

জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের মোবাইল নম্বর সমূহ

সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭০৯	মানিকহাট অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১৮
আতাইকুলা অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১২	শ্রীপুর অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১৫
বেড়া অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭২০	জালালপুর অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১৪
সুজানগর অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১৭	মাধপুর অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১৩
বাধেরহাট অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১০	সাঁথিয়া সাব জোনাল অফিস	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭২১
নাজিরগঞ্জ অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১১	বাঘাবাড়ী অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭২২
কোমরপুর অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০১৭১৬	সাতবাড়ীয়া অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০৭৩৭২
কল্যাণপুর অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭০৪-১০৬৬৫৬	বাধেরহাট অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৪-১০৬৬৫৮
বাঘুটিয়া অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭০৪-১০৬৭৫০	কৈটোলা অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭১৪-১০৫৮৮৫
দুলাই অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০৭৬৮৪	ধূলাউড়ি অভিযোগ কেন্দ্র	ঃ ০১৭৬৯-৪০৭৯৩৩

বিদ্যুৎ বিভাগ
তথ্য ও সেবা
১৬৯৯৯

১৬৮৯৯

ক্রঃ নং	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.)	ডিমান্ড রেট/চার্জ টাকা/কি.ও.(অনুমোদিত লোড)/মাস
০১	এলটি-এ ঃ আবাসিক		৩৫.০০
	লাইফ লাইন ঃ ০-৫০ ইউনিট	৪.৩৫	
	প্রথম ধাপ ঃ ০-৭৫ ইউনিট	৪.৮৫	
	দ্বিতীয় ধাপ ঃ ৭৬-২০০ ইউনিট	৬.৬৩	
	তৃতীয় ধাপ ঃ ২০১-৩০০ ইউনিট	৬.৯৫	
	চতুর্থ ধাপ ঃ ৩০১-৪০০ ইউনিট	৭.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ ঃ ৪০১-৬০০ ইউনিট	১১.৫১	
	ষষ্ঠ ধাপ ঃ ৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১৩.২৬	
০২	এলটি বি ঃ সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প	৪.৮২	৩৫.০০
০৩	এলটি-সি ১ ঃ ক্ষুদ্র শিল্প		৪০.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৮৮	
	অফ পিক	৮.৮৮	
	পিক	১১.৮৫	
০৪	এলটি-সি ২ ঃ নির্মাণ	১৩.৮৯	১০০.০০
০৫	এলটি-ডি ১ ঃ শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.৯৭	৫০.০০
০৬	এলটি ডি-২ ঃ রাস্তার বাতি, পানির পাম্প	৮.০৯	৭৫.০০
০৭	এলটি ডি-৩ ব্যাটারী চার্জিং স্টেশন	৮.৯৪	৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৮.৮৪	
	অফ পিক	৭.৯৬	
	সুপার অফ পিক	৭.০৮	
	পিক	১১.০৬	
০৮	এলটি-ই ঃ বাণিজ্যিক ও অফিস	-	৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	১১.৯৩	
	অফ পিক	১০.৭৩	
	পিক	১৪.৩১	
০৯	এলটি-টি ঃ অস্থায়ী	১৮.৫২	১০০.০০

নিরাপত্তা জামানত ঃ নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে প্রযোজ্য হবে ঃ

ক্রমিক নং	গ্রাহক শ্রেণি	অনুমোদিত লোড সীমা (কি.ও.)	জামানত হার (টাকা/(কি.ও.)
০১	এলটি-এ (আবাসিক) এবং এলটি-বি (সেচ)	২ কি.ও. পর্যন্ত	৪০০.০০
০২	এলটি-এ (আবাসিক) এবং এলটি-বি (সেচ)	২ কি.ও. এর উর্দ্ধে	৬০০.০০
০৩	এলটি-সি ১,এলটি-সি ২, এলটি-ডি ১, এলটি ডি-২, এলটি ডি-৩,এলটি-ই, এলটি-টি	সকল	৮০০.০০
০৪	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	সকল	১০০০.০০

বিবিধ চার্জ/ফি ঃ

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণী/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
০১	নতুন সংযোগ এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	ক) এক ফেজ	১০০·০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০·০০
		এমটি ও এইচটি		১০০০·০০
		ইএইচটি		২০০০.০০
০২	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	ক) এক ফেজ	২৫০·০০
			খ) তিন ফেজ	৫০০·০০
		এমটি		১০০০·০০
০৩	অ) বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (DC) আ) বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পূনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	৩০০·০০
			খ) তিন ফেজ	৮০০·০০
		এমটি ও এইচটি		৫,০০০·০০
		ইএইচটি		১০,০০০·০০
০৪	অ) গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ চার্জ (DC) আ) গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পূনঃ সংযোগ চার্জ (RC)	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০·০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০·০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০·০০
		ইএইচটি		২,০০০·০০
০৫	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	২০০·০০
			খ) তিন ফেজ	৪০০·০০
			গ) এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি ও এইচটি		২,০০০·০০
		ইএইচটি		৪,০০০·০০
০৬	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	ক) এক ফেজ	১৫০·০০
			খ) তিন ফেজ	৩০০·০০
			গ) এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০·০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
০৭	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপ আউট ফিউজ কাট-আউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া	সর্বোচ্চ ৩০ দিন		২.০০ কেভিএ/দিন
		৩০ দিন পর থেকে		৪.০০ কেভিএ/দিন

সমিতি বোর্ড পরিচিতি

মোঃ আব্দুল ওয়াহাব
সভাপতি, সমিতি বোর্ড
ও
পরিচালক, মনোনীত

এম.এম শাহীনুর রহমান
সহ-সভাপতি, সমিতি বোর্ড
ও
পরিচালক, মনোনীত

মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম
সচিব, সমিতি বোর্ড
ও
পরিচালক, মনোনীত

উম্মে মাহফুজা
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
ও
মহিলা পরিচালক

মোঃ শামসুল আলম
পরিচালক, এলাকা নং-০১

মোঃ কামাল হোসেন
পরিচালক, এলাকা নং-০২

মোঃ হায়দার আলী
পরিচালক, এলাকা নং-০৩

মোঃ নজরুল ইসলাম
পরিচালক, এলাকা নং-০৪

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পরিচালক, এলাকা নং-০৫

মোঃ মোকলেছুর রহমান
পরিচালক, এলাকা নং-০৭

মোছাঃ রেশমা খাতুন
মহিলা পরিচালক

নাছরীন খাতুন
মহিলা পরিচালক

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

মোঃ মজিবুল হক
জেনারেল ম্যানেজার

সাইফুল আহম্মদ
ডিজিএম, বেড়া জোনাল অফিস

মোঃ সাহিদুল ইসলাম
ডিজিএম, সুজানগর জোনাল অফিস

মোঃ হাবিবুর রহমান
ডিজিএম, সদর দপ্তর (কারিগরী)

মোঃ হাসিব উদ্দিন
ডিজিএম, আতাইকুলা জোনাল অফিস

মোঃ আনোয়ার হোসেন
এজিএম (সদস্য সেবা)

মোঃ মোজাম্মেল হক
এজিএম (ইএন্ডসি) সদর দপ্তর

মোঃ আনোয়ারুল হক
এজিএম (প্রশাসন)

মোঃ রেজাউল করিম
এজিএম (ওএন্ডএম) শ্রীপুর সাব জোঃ অফিস

আয়েশা আক্তার
এজিএম (অর্থ)

মোঃ দুলাল হোসেন
এজিএম (ও এণ্ড এম) সদর দপ্তর

মোঃ সাহেরুল ইসলাম
এজিএম (ও এণ্ড এম) আতাঃ জোঃ অফিস

মোঃ তানভীর আহমেদ
এজিএম (ও এণ্ড এম) বাঁধেরহাটঃ সাব জোঃ অফিস

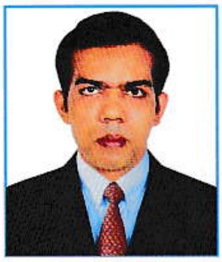

মোঃ আব্দুল্লাহ আল-নোমান
এজিএম (ও এণ্ড এম) সাঁঃ সাব-জোঃ অঃ

মোঃ মাহবুবুল হাসান
এজিএম (আইটি)

মোঃ আব্দুল আহাদ
এজিএম (এইচআর)

মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক
এজিএম (ও এণ্ড এম) সুজানগর জোঃ অফিস

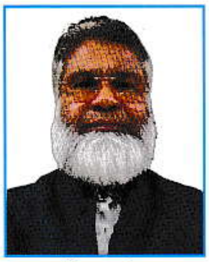

মোঃ রফিকুল ইসলাম
নির্বাহী প্রকৌশলী, (এসওন্ডি) বাপবিবো, পাবনা।

মোঃ আব্দুল মতিন
সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো, পাবনা।

ডাঃ কে.এম মোস্তাফা জগলুল
রিটেইনার ডাক্তার, সদর দপ্তর।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
আইন উপদেষ্টা

আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম

আশ্রয়ন প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় মাননীয় ডেপুটি স্পীকার কর্তৃক সমিতির জেনারেল ম্যানেজার কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সাঁথিয়া আগমন উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও জেনারেল ম্যানেজার এর বঙ্গভবনের সাথে জুম মিটিং।

৩৭তম বার্ষিক সদস্য সভায় পাবনা ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপাল-কে সম্মাননা স্মারক প্রদান করছেন তৎকালিন রাজশাহী জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয় এবং জেনারেল ম্যানেজার।

বাঘুটিয়া মিনি সোলার গ্রীড হতে বিদ্যুৎ ক্রয় অনুষ্ঠানে পরিচাল (প্রোটেকশন), পরিচালক (এনার্জি অডিট), পরিচালক (নবায়নযোগ্য জ্বালানী) ও জেনারেল ম্যানেজার।

বেড়া-১ সাবস্টেশন পরিদর্শন করছেন রাজশাহী জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মহোদয় সাথে সমিতির জি এম, ডিজিএম ও সহকারী প্রকৌশলী।

সমিতির বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণের লক্ষ্যে লে-আউট ও সাই হস্তান্তর অনুষ্ঠানে নির্বাহী প্রকৌশলী, কনসালটেন্ট, ঠিকাদা ও জেনারেল ম্যানেজার।

আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের লেবারদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, রাজশাহী জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও জেনারেল ম্যানেজার।

সমিতি ক্যাম্পাসের পুকুরের মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন বাপবিবোর্ডের সদস্য (প্রশাসন) জনাব মো. হাসান মারুফ।

সমিতির ব্যবহার অযোগ্য মোটরসাইকেল কনডেম করার লক্ষ্যে পরিদর্শন করছেন রাজশাহী জোনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ বাপবিবোর্ডের কর্মকর্তা।

সমিতির বার্ষিক বনভোজনে সমিতি বোর্ডের পরিচালক ও কর্মকর্তাগণের একাংশ।

নিরাপদে কাজ করার লক্ষ্যে লাইনম্যানদের নিয়ে নিরাপত্তা সভায় বক্তব্য প্রদান করছেন সমিতির জেনারেল ম্যানেজার, পাশে সকল ডিজিএমবৃন্দ।

মাধপুর সাবস্টেশন বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কালে সমিতি বোর্ডের পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ।

আলোকচিত্রে সমিতির কার্যক্রম

শাহজাদপুর গ্রীড হতে বেড়া ৩৩ কেভি ফিডার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সমিতির জেনারেল ম্যানেজার ও নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয়।

সুজানগর উপজেলায় উঠান বৈঠক অনুষ্ঠানে গ্রাহকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অফিসার ইনচার্জ।

মহান বিজয় দিবস ২০২৩ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলোয়াড়দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সমিতি বোর্ডের এলাকা পরিচালক, বাপবিবোর্ডের উপ-পরিচালক জনাব শাকিলা খন্দকার ও জেনারেল ম্যানেজার।

৩৭তম বার্ষিক সদস্য সভায় অত্র সমিতির কর্মকর্তাবৃন্দের দৃষ্টিনন্দন উপস্থিতি।

ইনডোর সাবস্টেশন পরিদর্শন করছেন সমিতির ডিজিএম (কারিগরী) ও এজিএম (ওএন্ডএম)।

অনলাইন গণশুনানীতে সম্মানীত গ্রাহক সদস্যগণের সরাসরি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সমিতির জেনারেল ম্যানেজার জনাব মোঃ মজিবুল হক।

বিদ্যুৎ আইন

বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতিসাধন এর কারনে বিদ্যুৎ আইন এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ (সূত্রঃ গেজেট ১২ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

আধুনিক যুগের মানুষের সুষ্ঠ সুন্দর জীবনযাত্রার জন্যে বিদ্যুৎ আজ অপরিহার্য। সমিতির ভৌগলিক এলাকা মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে । কিন্তু কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি, ধ্বংস এবং ক্ষতিসাধনের কারণে অত্র সমিতিকে প্রতিকুল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে সমিতির গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান আমাদের একান্ত কাম্য। নিম্নে বিদ্যুৎ/বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম চুরি/ধ্বংস/ক্ষতি সাধন এর কারণে বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮এর বিধান অনুযায়ী শাস্তি/জরিমানার বিবরণ প্রদান করা হলোঃ

সেকশন	অপরাধের বিবরণ	শাস্তি/জরিমানা
ধারা-৩২(১)	কোন ব্যক্তি বাসগৃহ বা কোন স্থানে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করলে	অনধিক ৩ বছর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।
ধারা-৩২(২)	কোন ব্যক্তি শিল্প ও বানিজ্যিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ চুরি করলে	অনধিক ৩ বছর কারাদন্ড অথবা চুরিকৃত বিদ্যুতের মূল্যের দ্বিগুণ অথবা ৫ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন ।।
ধারা-৩৩(১)	কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের দন্ড-কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন বা ব্যবহার করিলে	অনধিক ৩ বছর কারাদন্ড অথবা ৫ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।
ধারা-৩৩(২)	যদি কোন বাসগৃহে কোন যন্ত্র, ডিভাইস বা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপনের মাধ্যমে অবৈধ উপায়ে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ, ভোগ বা ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রমানিত হইলে	অনধিক ৩ বছর কারাদন্ড অথবা ৫ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।
ধারা-৩৪	বিদ্যুৎ অপচয় করিবার দন্ড-কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে বিদ্যু অপচয় করিলে বা বিদ্যুতের সরবরাহ ঘুরাইয়া দিলে অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম কাটিয়া দিলে বা ক্ষতিগ্রস্থ করিলে	অন্যূন ১ বছর এবং অনধিক ৩ বছর কারাদন্ড বা ৫ লক্ষটাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন ।
ধারা-৩৫	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি, অপসারণ বা বিনষ্ট করার দন্ড -কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দ্যেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা উপকেন্দ্র বা স্থাপনার কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ লাইন সামগ্রী যেমন–পোল,টাওয়ারের অংশ বিশেষ, কন্ডাক্টর, ট্রান্সফরমার, বৈদ্যুতিক তার ইত্যাদি চুরি, অপসারণ, বিনষ্ট বা ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন করিলে	অনূন্য ২ বছর এবং অনধিক ৫ বছর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ হাজার এবং অনধিক ৫ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড দন্ডে দন্ডিত হবেন ।
ধারা-৩৬	চুরিকৃত মালামাল দখলে রাখার দন্ড- ধারা-৩৫ এ উল্লেখিত যন্ত্রপাতি বা মালামাল নিজ দখলে রাখলে	অনধিক ২ বছর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।
ধারা-৩৭	অবৈধ, ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবার দন্ড-কোন লাইসেন্সি- ১) ধারা ২৬ এর বিধান সাপেক্ষে, সরবরাহ এলাকার বাহিরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিলে বা কোন বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্ম স্থাপন করলে ২) এই আইন বা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিলে; অথবা ৩) ত্রুটিযুক্ত বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করিলে	অনধিক ১ বছর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।
ধারা-৩৮	মিটার, পূর্তকর্মে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি এবং বিদ্যুতের অননুমোদিত ব্যবহারের দন্ড	অনধিক ৩ বছর কারাদন্ড অথবা অনধিক ৫ লক্ষ টাকার অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।
ধারা-৩৯(১)	বিদ্যুৎ স্থাপনা অনিষ্ট সাধনের দন্ড - কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ,বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুঁটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি নাশকতার মাধ্যমে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করলে	অন্যূন ৭ বছর এবং অনধিক ১০ বছর কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০কোটি টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন ।
ধারা-৩৯(২)	কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির অনুমতি ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন, খুটি বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে অথবা অবহেলা বশত ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ লাইন বা যন্ত্রের উপর কোন বস্তু নিক্ষেপ করলে	অনধিক ১ বছর কারাদন্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন ।

আতাইকুলা জোনাল অফিস, পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

web: www.pbs2.pabna.gov.bd
e-mail: gmppbs2@gmail.com
facebook page: www.facebook.com/pabnapbs2

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
কাশিনাথপুর, পাবনা।